চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১০.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, বিআরটিএ, পুলিশ, সিডিএসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তাহলে নগরের ট্রাফিক ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন হবে বলে মন্তব্য করেছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, নতুন সিএনজি অনুমোদনের আগে অবৈধ সিএনজির বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে নগরে যানজট আরও বাড়বে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এজন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসন ও পরিবহন খাতের সকলকে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি রবিবার (১০ আগষ্ট) বিকেলে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট নিরসনে বাংলাদেশ সিএনজি অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সাথে মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। সভায় পরিবহন শ্রমিক

নেতৃবৃন্দ সিএনজি অটোরিকশা, অটোটেম্পু, হিউম্যান হলার খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ট্রাফিক আইনে হয়রানি, নো পার্কিং মামলা, ডবল মামলা দেওয়া, মামলায় জব্দকৃত গাড়ির মনগড়া জরিমানা, বিআরটিএ কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নে ঘুষ বাণিজ্যসহ নানাবিধ অভিযোগ তুলে ধরেন। এছাড়া তারা চট্টগ্রামে চার হাজার সিএনজির রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার দাবি জানান। এসময় নগরীর ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নে স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রয়োজন জানিয়ে মেয়র বলেন, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল, সিসিটিভি নজরদারি, ডিজিটাল জরিমানা, চেহারা শনাক্তকারী ক্যামেরা, লেন মার্কিং, আধুনিক জেব্রা ক্রসিং এবং পুশ বাটন সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন। এতে আইন ভঙ্গকারী যানবাহন ও চালকদের দ্রুত চিহ্নিত করে জরিমানা করা সম্ভব হবে, পাশাপাশি পথচারী, শিশু, রোগী ও বয়োবৃদ্ধরা নিরাপদে রাস্তা পার হতে পারবেন।তিনি বলেন, যানজট, অপরিকল্পিত রাস্তা ও অপর্যাপ্ত ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে নগরবাসী প্রতিদিন দুর্ভোগে পড়ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ছাড়া অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। পথচারীদের জন্য আলাদা ফুটপাত, ফুট ওভারব্রিজ এবং স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালের সামনে শক্তিশালী ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।এতে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাসেম বক্কর, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, নগর মেট্রো সার্ভিস লিমিটেডের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, বাংলাদেশ সিএনজি অটোরিক্সা হালকাযান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক, সহ সভাপতি আবুল হোসেন, চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি মধু সরকার, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শিপন, কার্যকরী সভাপতি মো. জহির উদ্দিন, সহ সভাপতি জাকির হোসেন, নুর নবী, যুগ্ম সম্পাদক মো. খোকন, মো. রাসেল, সাংগঠনিক সম্পাদক জাফর শিকদার, নুর আহমদ, সদস্য মো. মনির প্রমূখ।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের আলোচনা সভায় ডা. শাহাদাত হোসেন

নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিভাজনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বিভাজনের রাজনীতি বাদ দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিগত এক বছরের প্রাপ্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মূলত বিভাজনের রাজনীতির কারণে আমরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধতার রাজনীতিতে আসতে পারি, তাহলে শহীদদের রক্তদান বৃথা যাবে না। তাই নতুন বাংলাদেশ গড়তে বিভাজনের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ থেকে আমরা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে চাই, যেখানে মানুষ তাদের সব অধিকার ফিরে পাবে। তিনি শনিবার রাতে নগরীর লালখান বাজার সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের উদ্যোগে জুলাই গনঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে জুলাই গনঅভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ প্রাপ্ত প্রকৌশলী সন্তানদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এরপর আওয়ামী দুঃশাসন ও জুলাই আগষ্টের গনঅভ্যুত্থানের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনজারে খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে ও সম্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী খান মো. আমিনুর রহমানের পরিচালনায় এতে প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এ্যাব) চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি সেলিম মো. জানে আলম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃপক্ষের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী নুরুল করিম। মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতভেদ থাকবে, কিন্তু সেই ভিন্নমত নিরসনে আলোচনা হবে। তবে জাতীয় কোনো ইস্যুতে গণতন্ত্রের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে

যাতে মুখ দেখাদেখি বন্ধ না হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় স্বার্থে সবার ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের পক্ষের শক্তিগুলোর মধ্যে আমরা যে যেই দলই করিনা কেন আমাদেরকে দেশের স্বার্থের জায়গায় ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। জাতিকে রক্ষা করতে হবে বিভাজনের হাত থেকে।

তিনি বলেন, ২০০৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ১৮ বছর মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সাম্যতা, ন্যায়বিচার, মানবিক মর্যাদা এবং নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের মতোই আজকের এই গণঅভ্যুত্থান দিবস সেই সংগ্রামের প্রতীক।তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে এখন পর্যন্ত, ৫৫ বছরে এসেও আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি। জুলাই আন্দোলনের শহীদরা তাজা রক্ত দিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। গত ১৬ বছরে বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী গুম হয়েছেন, হত্যার শিকার হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামসহ গণতন্ত্রকামী অনেক দলের নেতাকর্মীরা রাজপথে তাজা প্রাণ দিয়েছেন, বছরের পর বছর জেল জুলুম সহ্য করেছেন।এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আইইবি'র ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খান মন্জুর মোর্শেদ, শেখ আল আমিন, নিয়াজ উদ্দিন ভূইয়া, এটিএম তানভীর উল হাসান তমাল, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের সন্মানী সম্পাদক কে এম আসাদুজ্জামান চুন্নু, চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সদস্য সচিব জাহিদুল করিম কচি, বেসরকারী হাসপাতাল এন্ড ডাইগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. একেএম ফজলুল হক, এফইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মো. তাজুল ইসলাম, স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন। বক্তব্য রাখেন আইইবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সহ সন্মানী সম্পাদক প্রকৌশলী মো. কামরুজ্জামান, প্রকৌশলী মো. দুলাল হোসেন, মো. কামাল উদ্দিন, মো. আবু জাফর, জাহাঙ্গীর আলম, মো. আহসানুল রাসেল, সাব্বির আহমেদ উসমানী, আবদুল্লাহ আল মামুন, ইমাদুল হক শাহীন, রেজাউল হায়াত খান, মো. লোকমান, মো. শাহে আরেফীন, চুয়েট শিক্ষার্থী আসিফ মিরাজ, জুলাই আহত যোদ্ধা এনামুল হক প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮